দৈনিক ইত্তেফাক

096

তারিখ 1 6.JUN 1987

পৃষ্ঠা ... ৪ কলাম

এরশাদ আমাদের গৌরব আমাদের অহংকার

মাহবুবুর রহমান, শিক্ষামন্ত্রী

১৯৭১ সালে সুসংগঠিত জনগোষ্ঠী জনশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে লড়েছিল সফল এবং সার্থক মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৮১ সালের শেষদিকে সেই যুদ্ধের অন্যতম বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী হামিদুর রহমানের ঝিনাইদহ জেলার এক পাড়াগাঁয়ে অমর স্মৃতিচারণ ও ধারণ করার প্রকল্প বাস্তবায়নের শুভ উদ্বোধন করতে গিয়েছিলেন সেদিনের সামরিকবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল এইচ, এম, এরশাদ। সবুজ গ্রামের বুকচিরে ধূলোবালি মাখা রাস্তা ধরে ফিরে আসার পথে তাঁকে একনজর দেখার জন্য ছুটলো দু'ধারে গ্রামের মানুষ আর অসংখ্য ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। সেই শিশুস্রোত তাঁকে দৃশ্যতঃ করেছিল উদ্বিগ্ন।

চলতে চলতে গাড়ীতেই বসে তিনি বললেন, এই শিশুর কাফেলার প্রয়োজন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আশ্রয় এবং মানুষ হিসেবে বড় হওয়ার ও বেঁচে থাকার অন্যান্য সুযোগ ও সুবিধা। এদের উপরেই নির্ভর করছে আমাদের ভবিষ্যৎ। এদেরকে পঙ্গু রেখে, অভুক্ত, বিবস্ত্র, অশিক্ষিত, আশ্রয়হীন ও অবহেলিত রেখে কোন সরকারের দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখা দিবাস্বপ্নের মতো। পাশে ছিলেন বসা যশোরের তদানীন্তন এরিয়া কম্যাণ্ডার। সামনে আমি এবং গাড়ীর চালক। ধূলোবালি মাখা রাস্তা আর বিস্তীর্ণ গ্রামকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, "গ্রাম আমাদের উৎস, গ্রাম আমাদের শক্তি, গ্রামই আমাদের আসল পরিচয় ও ঠিকানা। কিন্তু গ্রাম আর গ্রামবাসী যা দিলো তার বিনিময়ে পায়নি তারা যা প্রয়োজন। তাই সবাই মিলে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করতে হবে সরকারকে এ মহান দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালনের জন্য।

সেদিন হয়তো বুঝেননি তিনি কয়েক মাসের মধ্যেই এই গ্রাম আর গ্রামবাসীর আর সমগ্র দেশের শিশু কাফেলার সেবা ও নেতৃত্বের দায়িত্বের দায়িত্ব তাঁর উপরে এসে পড়বে।

১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ। সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে তাঁর নেতৃত্বে সশস্ত্র বাহিনীকে এগিয়ে আসতে হলো, "একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে মোরা যুদ্ধ করি- - -।"—সে ফুলকে বাঁচাতে, —স্থবির প্রশাসন ও বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে প্রাণবন্ত ও চলমান করতে লক্ষ্যহারা বিভ্রান্ত জাতিকে পথ দেখিয়ে ঈপ্সিত লক্ষ্যে উপনীত হতে সাহায্য করতে; ১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধকে সার্থক ও ফলপ্রসূ করে তুলে সে যুদ্ধের স্বপ্ন বাস্তবায়নের মাধ্যমে বৈষম্য, বঞ্চনা, শোষণ ও আধিপত্যের অবসান ঘটাতে; গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে স্বাধীনতা সূর্যের আলো পৌঁছে দিতে।

অগ্রযাত্রা হলো শুরু। উপেক্ষিত অঞ্চল আর অবহেলিত শ্রেণীর উন্নয়নের লক্ষ্যে, একের পর এক গ্রহণ করা হলো পদক্ষেপ। ঢাকা মহানগরীর টিকাটুলীর মেথরপট্টির বৃদ্ধ ঝাড়ুদার 'পরদেশী' ও তার সাথীরা পেলো বহুতলবিশিষ্ট পাকা আবাসগৃহ।

সারাদেশের সকল অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের জন্য একটির পর একটি সংস্কার প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কাজ চললো পূর্ণোদ্যমে। এই লক্ষ্যে ঢাকা থেকে কুমিল্লা যাবার পথে হেলিকপ্টারে বসে ১৯৮৩ সালে তিনি নিজহাতে রচনা করলেন আমাদের মুক্তিসনদ—১৮-দফা কর্মসূচী। পাশে বসা আমি আর পিছনের

সিটে ছিলেন তাঁর তদানীন্তন তথ্য সচিব।

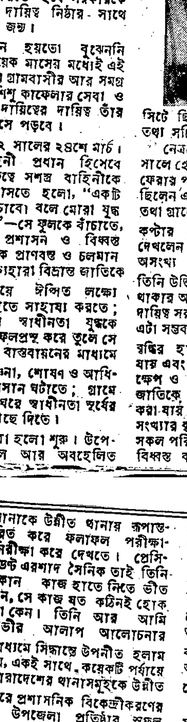

নেত্রকোনা থেকে ১৯৮৩ সালে হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় ফেরার পথে হঠাৎ করে নেমেছিলেন একটি গ্রামীণ উপজেলায় তথা গ্রামে। ফেরার পথে হেলিকপ্টার থেকে নিচে তাকিয়ে দেখলেন অগণিত মানুষ আর অসংখ্য শিশু। ভারাক্রান্ত মনে তিনি উক্তি করলেন, "এদের বেঁচে থাকার আর এদের মানুষ করার দায়িত্ব সরকার ও সমগ্র জাতির"। এটা সম্ভব হবে না যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়ে আনা না যায় এবং সরকারের প্রণীত পদক্ষেপ ও প্রকল্পের সাথে সমগ্র জাতিকে একাত্ম করে উদ্বুদ্ধ না করা যায়। তা না হলে এ জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার সকল ক্ষেত্রে সকল পরিকল্পনা ও আয়োজনকে বিধ্বস্ত করে দেবে। ভবিষ্যতে একদিন আমাদের স্বাধীন সত্তাকে করে তুলবে বিপন্ন।

১৯৮৪ সালের আরেকদিন। হেলিকপ্টার উড়ছিল রংপুরের দিকে মেঘ আর বৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে। পাশে ছিলেন ফার্স্ট লেডী রওশন এরশাদ। আর সাথে ছিলাম আমি। নীচে নেমে এলো হেলিকপ্টারটি মেঘ আর বৃষ্টির চাপে। তাঁর পরিচিত মিঠাপুকুর চিনতে তাঁরই হলো কষ্ট। হবে না কেন? মিঠাপুকুর বলতে গেলে ছিল একটি গ্রাম। ছিল না তেমন উল্লেখযোগ্য পাকা দালানকোঠা, সরকারী অফিস আদালত অথবা আকাশ হতে চেনার মত উল্লেখযোগ্য কোন কিছু। কিন্তু এখন সেই গ্রাম মিঠাপুকুর থানা একটি উপজেলা। সেখানে থেকেই মিঠাপুকুরের লোকেরা এখন পাচ্ছে জেলা পর্যায়ের অনেক সুযোগ-সুবিধা স্বাদ ও অধিকার।

মনে পড়ে ১৯৮২ সালের সেদিনের কথা, যেদিন গ্রাম উন্নয়নের মাধ্যমে দেশ উন্নয়নের স্বার্থে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসনকে গণতন্ত্রায়নের মাধ্যমে জনগণের প্রশাসন প্রবর্তনের 'সংস্কারে'র উপর চলেছিল ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিনের পর দিন আলোচনা। কেউ বলেছিলেন প্রতি জেলায় একটি করে পরীক্ষামূলকভাবে একটি থানার উন্নয়ন করে ফলাফল দেখা। কেউ কেউ সুপারিশ করেছিলেন তদানীন্তন কোন কোন মহকুমার সমস্ত থানাকে উন্নীত থানায় রূপান্তরিত করে ফলাফল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে। প্রেসিডেন্ট এরশাদ সৈনিক তাই তিনি কোন কাজ হাতে নিতে ভীত নন, সে কাজ যত কঠিনই হোক না কেন। তিনি আর আমি গভীর আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, একই সাথে কয়েকটি পর্যায়ে সারাদেশের থানাসমূহকে উন্নীত করে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ও উপজেলা প্রতিষ্ঠার সুফল গ্রামের মানুষের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে দিতে হবে। তারপর কিছুদিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত হলো তদানীন্তন মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করে জেলা পর্যায়ের প্রশাসনকে আরো বিকেন্দ্রীকৃত করার।

উপজেলা নামটিও প্রেসিডেন্ট এরশাদের দেয়া। ১৯৮৩ সালে মরক্কো সফরে গিয়ে রাবাতের এক প্রাসাদে বসে তিনি ভাবছিলেন দেশের কথা, দেশের অগণিত মানুষের বিভিন্ন সমস্যার কথা, ক্রমাগত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সমস্যা জর্জরিত অগণিত অসচ্ছল জনগোষ্ঠীর কথা তথা জনসংখ্যা বিস্ফোরণের কথা। তিনি তাঁর কামরায় ডাকলেন আমাকে। প্রকাশ করলেন তাঁর ভাবনার বিষয়বস্তু। আশা ও আস্থা ব্যক্ত করলেন প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও উপজেলা প্রতিষ্ঠার সংস্কারের উপর। তিনি বললেন, এই গণমুখী বৈপ্লবিক সংস্কারের মাধ্যমে জনগণকে করে তোলা যাবে কর্তব্যসচেতন। কর্মসূচী ও পরিশ্রমী করে তাদেরকে সক্রিয় করতে হবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে এবং সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণে। আলোচনাকালে জনসংখ্যাকে তিনি চিহ্নিত করলেন আমাদের অগ্রগতির অন্যতম অন্তরায় হিসেবে। সংকল্প প্রকাশ করলেন জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে পরিকল্পিতভাবে নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ করার জন্য। ঐ আলোচনাকালেই তিনি প্রস্তাব করেছিলেন উন্নীত থানাকে উপজেলা নামকরণের।

মরক্কো সফরকালে মরক্কোর বাদশাহের অত্যন্ত আস্থাভাজন ও অন্যতম প্রভাবশালী মন্ত্রী ইদ্রিস বাসরী তদানীন্তন মরক্কোর আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, স্বরাষ্ট্র ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রী এক সাক্ষাতে আমার কাছ থেকে আমাদের প্রবর্তিত বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক সংস্কারের বিবরণ শুনে মুগ্ধ হয়ে জানালেন বাদশাহ হাসানকে।

আমন্ত্রণ জানানো হলো, আমাকে বাদশাহ হাসানের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট এরশাদের সফর শেষে আমি যেন আরো সাতদিন তাদের দেশে থাকি ও সফর করি। বিস্তারিতভাবে তাঁদেরকে জানাই এবং বোঝাই কিভাবে আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আর্থ-সামাজিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন বৈপ্লবিক সংস্কার প্রবর্তন ও বাস্তবায়নের। আমি বিব্রত বোধ করায় তাঁদের প্রধানমন্ত্রী অনুরোধ করলেন প্রেসিডেন্ট এরশাদকে আমাকে তাঁদের আমন্ত্রণ গ্রহণের অনুমতি প্রদান করতে।

১৯৮৩ সালের আরেকটি সফর—প্রেসিডেন্ট এরশাদের যুক্তরাষ্ট্র সফরের অন্যতম সফরসঙ্গী ছিলাম আমি। অবশ্য তার আগে আমি একাই গিয়েছিলাম যুক্তরাষ্ট্রে একটি সরকারী সফরে। সেই সফরকালে বর্তমানে বাংলাদেশে মার্কিন রাষ্ট্রদূতসহ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ও বিশ্ব ব্যাংকের অনেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছিল। সুযোগ পেয়েছিলাম আমার দেশ ও দেশ পরিচালক প্রিয় প্রেসিডেন্টের চিন্তা-ভাবনা ধ্যান-ধারণা, কাজ-কর্ম ও ভবিষ্যৎ স্বপ্ন তাঁদের কাছে তুলে ধরার। তাই তাঁর সফরকালে খোদ মার্কিন সরকারের ইচ্ছানুযায়ী আমি হয়েছিলাম তাঁর সফরসঙ্গী।

হোয়াইট হাউসের 'ওভাল' অফিসে আমাদের নেতা আর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রিগানের মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে প্রেসিডেন্ট রিগানের পক্ষ থেকে অনুরুদ্ধ হয়ে আমি তুলে ধরেছিলাম আমাদের মহানায়কের সফলতার ইতিহাস, সংস্কারের ইতিহাস, আর জনগণের বোধগম্য ও ফলপ্রসূ গণতন্ত্র প্রবর্তনের অব্যাহত প্রচেষ্টার ইতিহাস। বিবরণ দিয়েছিলাম তাঁর ভবিষ্যৎ স্বপ্নের, স্বনির্ভরতা অর্জনের ও জনসংখ্যা তথা জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত, শিক্ষিত জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনার। একদিকে শুনছিলেন আমার কথা আর অন্যদিকে প্রেসিডেন্ট রিগান ফিরে ফিরে বার বার দেখছিলেন আমাদের নেতা প্রেসিডেন্ট এরশাদকে। তিনি বুঝলেন এরশাদ একজন ব্যতিক্রমধর্মী সৈনিক, ব্যতিক্রমধর্মী সেনাপতি ও রাষ্ট্রনায়ক, গণতন্ত্রের পূজারী ও সংস্কারক।

মধ্যাহ্ন ভোজের পরে বিদায় বেলায় আবারো দাঁড়িয়ে কিছু কথাবার্তা হলো আমাদের তিনজনের মধ্যে। আমাদের স্বাধীনতাকে সুসংহত ও স্বনির্ভরতা অর্জনে আমাদের প্রচেষ্টা সর্বাত্মক সমর্থন ও সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন প্রেসিডেন্ট রিগান।

উক্ত সফরকালে লস এঞ্জেলেস মহানগরীর মেয়র টম ব্রেডলী ডেমোক্রেটিক দলীয় হওয়া সত্ত্বেও জানিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট এরশাদকে উষ্ণ সম্বর্ধনা, তাঁর নগরীতে আর সম্মানিত করেছিলেন সিটি অব লস এঞ্জেলেসের চাবি প্রদানের মাধ্যমে। হাওয়াইতে এসেও দেখেছি আমরা আমাদের মহানায়কের সম্মানে আয়োজিত উষ্ণ সম্বর্ধনা। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গে বেষ্টিত ও শীতল সবুজ পানিতে ঘেরা হাওয়াই দ্বিপের হোটেলে বসে এক গভীর রাতে তাঁর আর আমার মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো সরকারের সমর্থনে রাজনৈতিকভাবে জনগণকে সংগঠিত করে রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠায়। রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে মোকাবেলায়। এর ফলে পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠিত হয় জনদলের।

ধারাবাহিকতার ফলে কিছু পরিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় আজকের জাতীয় পার্টির। সবকিছুর মূল কেন্দ্র বাংলাদেশ আর চালনাশক্তির উৎস প্রেসিডেন্ট এরশাদ।

এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, তিনি রাজনীতিতে যোগদান করেননি। রাজনীতি তাঁকে যোগদান করিয়েছে। কারণ তিনি নিয়োজিত রয়েছেন আমাদের নেতৃত্বে ও রাষ্ট্র পরিচালনায় আমাদের আজকের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে নির্বাচিত রাষ্ট্র প্রধানরূপে।

১৯৮১ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৩'২। সেই হার নিয়ে তিনি ছিলেন উদ্বিগ্ন। উদ্যোগ নিলেন জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই হারকে হার মানাবার। তিনি হলেন জয়ী।

১৯৮৬ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সে হার নেমে এলো ২'৪-এ।

১৯৯০ সালে এই হার আরো নেমে আসবে তাঁর আমার, আপনার তথা সকলের সর্বাত্মক প্রচেষ্টায়। জাতিসংঘ এই উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার স্বীকৃতিতে সম্মানিত করেছে আমাদের নায়ককে, আমাদের নেতাকে। তাঁর সম্মান আমাদের সম্মান, তাঁর গৌরব আমাদের গৌরব। এই সম্মান ও গৌরব নিয়ে দেশে ফেরার এই শুভদিনে জাতি আনন্দিত। এরশাদকে নিয়ে জাতি আজ গর্বিত। এরশাদ আমাদের গৌরব, এরশাদ আমাদের অহংকার। এ—৪৬৪